৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২ শ্রাবণ – ৮ শ্রাবণ, ১৪২৭ ঃ ১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 37, 18 July - 24 July, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর **সাবস্ক্রাইব** করুন আমাদের **ইউ টিউব** চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতের জাতীয় ক্লাব স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময়

অতীতের সাক্ষী মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হল এটিকে। জার্সির রং বা প্রতীক একই থাকলেও এবার থেকে মোহনবাগান হল এটিকে–মোহনবাগান।

রবিবার : দলের রাঘব–বোয়ালদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার

হয়ে এবার দৈনিকের প্রথম পাতায় জায়গা করে নিলেন তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম দিলেন অনেক জল্পনার। তবে তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

সোমবার : পরীক্ষা বাতিলের ক্ষেত্রে ইউজিসির নির্দেশিকা না

মানলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্র। এই হুঁশিয়ারিতে গোঁসা পশ্চিমবঙ্গের। তাদের দাবি শিক্ষা রাজ্যের তালিকাভুক্ত। কেন্দ্রের দাবি গ্রান্ট কমিশনের নির্দেশ মানতে বাধ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

মঙ্গলবার : করোনা মৃত্যু তরঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেল হুগলির

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ৩৭ বছরের দেবদত্তা রায়ের মৃত্যু। চন্দননগর মহকুমা শাসকের দফতরের এই অফিসার পরিযায়ী শ্রমিক আগমনের দায়িত্বে ছিলেন। করোনা যোদ্ধা দেবদত্তা রায়ের আত্মাকে শতকোটি প্রণাম।

বুধবার : হেমতাবাদের বিধায়ক বিজেপির দেবেন্দ্রনাথ রায়ের

ময়না তদন্তে মিলেছে আত্মহত্যার ইঙ্গিত। বিরোধীরা অবশ্য একে হত্যা বলে আশঙ্কা করে দাবি করছে সিবিআই তদন্তের। রাজ্যের ভরসা সিআইডিতে। পথে নেমেছে বিজেপি।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা আচার্যের ভার্চুয়াল

বৈঠকে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাড়া যোগ দিলেন না রাজ্যের কোনও উপাচার্য। এ নিয়ে ট্যুইটারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল স্বয়ং। এমনকি এ রাজ্যের শিক্ষায় রাজনীতিকরণের তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। পাল্টা বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রীও।

শুক্রবার : মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাড়তি কোভিড

বেড নিয়ে যাই বলুননা কেন এদিনও নানা হাসপাতালে ঘুরে বেড না পেয়ে বাড়িতেই মারা গেলেন ভাটপাড়ার ৭৫ বছরের বৃদ্ধ। এর আগেও এক কিশোর মারা গিয়েছেন ঘুরে ঘুরে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সরকারি হিসাব হাসির খোরাক তপশিলী মহল্লায়

ওঁঙ্কার মিত্র : সংখ্যার গেরোয় আটকে গিয়েছে রাজ্যের পাওনা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ । প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ২০২০–২১ সালে গ্রামাঞ্চলে ৯ লক্ষ ২৩ হাজার কাঁচাবাড়ি পাকা করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছিল। এজন্য লাগবে ১১ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্র ইতিমধ্যে ৩ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে। বাকি টাকা দেবার জন্য জানতে চেয়েছে নিয়ম অনুযায়ী উপভোক্তাদের তালিকায় ৬০ শতাংশ তপশিলী ও জনজাতি থাকার কথা, অথচ সেখানে মাত্র ২৯ শতাংশ কেন? গোল বেধেছে এখানেই।

নবান্ন জানিয়েছে তাদের কাছে ২০০৬ সালের যে উপভোক্তা তালিকা রয়েছে তার মধ্যে ৩১ শতাংশেরই কাঁচা বাড়ি পাকা হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে মাত্র ২৯ শতাংশ। নবান্নের এই হিসাবে হাসির রোল উঠেছে তপশিলী মহল্লায়। আমাদের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জেলার ব্লক ঘুরে জানাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বগপুর পঞ্চায়েতের দামোদর পাড়ার আদিবাসী মহল্লায় বেশিরভাগই ঝুপড়ি ও কাঁচাবাড়িতে বসবাস করেন। কাটোয়ার শ্রীখণ্ড, গাঙ্গুলিডাঙা, বাগটোনা, যাজিগ্রাম, মঙ্গলকোটের বনকাপাসি, কৈচর, ভাতার, মেমারি, কালনা পূর্বস্থলীর আদিবাসী মহল্লার বহু পরিবার এখনও সরকারি গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

তপশিলী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষের বাস দুই পরগণার সুন্দরবন এলাকায়। বাসন্তী ব্লকের কুলতলি, নারায়ণতলা, খেড়িয়া, চোরাডাকাতিয়া, চড়াবিদ্যা, চুনাখালি, বড়িয়া, পূর্ববয়ার সিং, ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের নলিয়াখালি, হেড়োডাঙা, রেদোখালি, বদুকুলা, গলাডহরা, গোপালপুর, হাতামারি, ডাবু, কালিমন্দির, উত্তর অঙ্গনবেড়িয়া, বাণীবাদা, বেলেখালি, জয়রামখালি, ছোটদুমকি সহ কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি ব্লকের তপশিলী–জনজাতি মহল্লায় গেলেই বোঝা যায় সরকারি হিসাব কত হাস্যকর।

উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার পাঁচটি ব্লক হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি–১ এবং ২, মিনাখাঁ এবং হাড়োয়ার তপশিলী মহল্লায় সরকারি ২৯ শতাংশের পরিসংখ্যান শুনে হেসে ফেললেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিজেদের ঝুপড়ি, আধভাঙা কাঁচাবাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুরে দেখালেন তাদের মহল্লার দুরবস্থা। তাদের মধ্যে এক প্রৌঢ় জানালেন আমফানে পড়ে যাওয়া ঘরের হিসাব করলেই তো আপনারা মিলিয়ে নিতে পারবেন। কাঁচা বাড়ির হিসাব।

রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আর

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

পি আই)–এর রাজ্য সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আট শতাংশের মত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাস। এদের একটা বড় অংশই সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে থাকে। উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলের এই ব্লকগুলি মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত। মাছ চাষ করে, জন–মজুর খেটে এদের সংসার চলে। সুন্দরবনের সবকটি ব্লকই এবারের আমফানে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ ক্ষতিগ্রস্ত এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলির কাছে প্রায় কোনও ক্ষতিপূরণ পৌঁছায়নি বললেই চলে। ডিএম, বিডিওদের কথা ছেড়েই দিলাম। আমফানের পরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এদের সমস্যার কথা জানিয়ে অনেকগুলি চিঠি দিয়েছি। করোনা এবং আমফান মিলিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলি বেশি অসহায় অবস্থায় আছে। এদের অধিকাংশেরই কাঁচা বাড়ি। সেগুলি প্রায় সবই আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি মিনাখাঁ এলাকায় বিদ্যাধরীর বাঁধ ভেঙেছে, সেই বাঁধ মেরামতির কাজও আদিবাসীরা নিজেরাই করছে। স্থানীয় ব্লকের পক্ষ থেকে কোনও সহযোগিতা করা হয়নি। মোহনপুর অঞ্চলে আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় যে ৫০ জনের নাম এসেছে, সেখানে কোনও আদিবাসীর নাম নেই। বলতে গেলে আদিবাসীরা আজও উপেক্ষিত। হাবড়ার কুমড়ো অঞ্চলের মাকালতলা, বনবিবিতলা, পাড়ুইপাড়া, কাশিপুর মালিপাড়া গ্রামগুলি মিলিয়ে প্রায় হাজার বারোশো আদিবাসী পরিবার বাস করে। এদেরও একই অসহায় অবস্থা।'

বাগদার বিজেপি বিধায়ক তথা এসসি মোর্চার সভাপতি দুলাল বর বলেন, বাগদা বিধানসভা এলাকায় মোট ৫৫টি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় পনের হাজার আদিবাসীর বাস। মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের মঙ্গলগঞ্জ, ভবানীপুর, নাটাবেড়িয়া, বাগদা অঞ্চলের দেহালদা, বাগদা হাই স্কুল পাড়া, সর্দার পাড়া, বিডিও অফিস পাড়া, রনঘাটের হরিহরপুর, ফুলিয়া, রণঘাট, সুন্দরপুর পঞ্চায়েতের জামদা পাড়া বাঁওড়ের ধার, মনসাদা, গাঁড়াপোতা অঞ্চলের মুড়িঘাটা, হেলেঞ্চা জিপির বন টোপলা, আষাঢ় পঞ্চায়েতের খেয়াদা, শুভ্র, জগদীশপুর প্রভৃতি পল্লিতে ঘুরলেই তৃণমূলের সবুজ কার্পেটের নিচেয় আদিবাসীদের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়বে। গত নয় বছরে আদিবাসীদের চাকরির ক্ষেত্রেও কোনও রোস্টার মানা হয়নি। সব মিলিয়ে বাগদা বিধানসভার আদিবাসীদের এখনও অত্যন্ত দুরবস্থা। অধিকাংশ আদিবাসীদের বাড়ি ঘরের অবস্থা বাসযোগ্য নয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যে অনেক পাকা বাড়ি তৈরি হলেও আদিবাসী সম্প্রদায় আজও অবহেলিত।'

হাবড়ার 'আমাদের পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রমা রায় হালদার বলেন, 'বাণীপুর এলাকায় আটুরিয়া ও জিওলডাঙা এই দুটি আদিবাসী পাড়া আছে। এই পাড়া দুটিতে প্রায় ২১০টি পরিবারের বাস। সব কটি পরিবারই খুব দুরবস্থায় আছে।' এরপর তিনের পাতায়

আলিপুর মহকুমায় কোভিডের দাপট

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব–ডিভিশনে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ৯ জুলাই থেকে মহেশতলা, বজবজ, বিষ্ণুপুর, নোদাখালি থানা এলাকার বিভিন্ন কন্টেনমেন্ট জোনে কড়া লক ডাউন শুরু হয়েছে। তবে কন্টেনমেন্ট জোনের আওতায় অনেক এলাকা না থাকা সত্ত্বেও এলাকার বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী সমিতি নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন বাজার বন্ধ রেখে করোনাকে রোখার উদ্যোগে নিয়েছে। যেমন বজবজ থানা এলাকার সমস্ত বাজার সপ্তাহে চারদিন খোলা থাকছে। বাখরা হাট বাজার কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যে না থাকলেও গত ৯ জুলাই থেকে সব দোকান বন্ধ রাখা হয়েছে। নোদাখালী থানা এলাকার পশ্চিম উমেদপুর সরকারি ভাবে কন্টেনমেন্ট জোন। কিন্তু চকমানিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও পর্যন্ত প্রায়

১১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ওই এলাকাতেও কন্টেনমেন্ট জোনের মতো কড়াকড়ি করা হয়েছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী উদ্যোগে নিয়ে নোদাখালি পুরানো ও নতুন মোড় এবং মুচিশায় সপ্তাহে বুধ ও রবিবার বাজার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ডোঙাড়িয়া বাজার খোলা থাকছে। উল্টোদিকে বাওয়ালি প্রতিদিনই সকাল ৭–১২টা পর্যন্ত বাজার খোলা থাকছে। এলাকার মানুষদের দাবি নোদাখালি থানা এলাকায় সব বাজারকে এক নিয়মে বন্ধ রাখা হোক। তবে আলিপুর সদর বা ব্লক প্রশাসনের কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চান নি। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে সরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের বেড পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। তাই জেলা প্রশাসন এবং সাবডিভিশনে অনেকগুলো সেফ হাউস তৈরি করেছে। আগামী দিনে মানুষ যদি সচেতন না হন এই কোভিড মহামারি ভয়াবহ আকার নিতে পারে। মনে রাখতে হবে এখনও ভ্যাকসিন অধরা।

নম্বরের ছড়াছড়ি উচ্চমাধ্যমিকের ফলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিযোগিতার বাজারে একসময় সোরগোল ফেলেছিল পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। অভিযোগ উঠেছিল প্রতিবেশি রাজ্যের অনেক কম মেধার ছাত্রছাত্রী অনেক বেশি নম্বর পেয়ে সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে থাকে। কিন্তু নম্বর দেওয়ার কার্পণ্যতায় অনেক বেশি মেধা থাকা সত্ত্বেও হীনমন্যতায় ভোগে বাংলার পড়ুয়ারা। নম্বরের ভিত্তিতে সুযোগের প্রশ্নে বৈষম্যের শিকার হয় বঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা। তখন থেকেই দুই পরীক্ষার ফলাফল রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে ছবিটা। একসময় কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা ফলাফলে এগিয়ে থাকলেও কোনও এক যাদুকাঠিতে জেলার রমরমা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে নম্বরের গ্রাফও। এমনকি পাশের হারেও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে।

এবারও সেই বৃদ্ধির ট্র্যাডিশন বজায় রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে। লকডাউনের জেরে কয়েকটি পরীক্ষা না হওয়া সত্ত্বেও নম্বরের বিস্ফোরণ ঘটেছে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে। সব রেকর্ড ছাপিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর চোখ কপালে তুলেছে রাজ্যবাসীর। মেধা তালিকা প্রকাশিত না হলেও মোট নম্বর ৫০০–র মধ্যে প্রথম আধিকারিকরা পেয়েছে ৪৯৯ যা রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে জনমনে। পাশের হারেও বৃদ্ধি ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ছেলেদের পাশের হার ৯০.৪৪ শতাংশ এবং মেয়েদের ৯০ শতাংশ। একাধিক পরীক্ষা না হলেও রেকর্ডের ছড়াছড়ি এবারের উচ্চমাধ্যমিকে। ৬০ শতাংশ বা তার

বেশি নম্বর পেয়েছে ৩,২২,৫৬০ জন যা গত বছরের তুলনায় ৫৮,৯৬০ জন বেশি। ৫০ শতাংশের বেশি প্রথম ডিভিশনে পাশ করেছে। বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৯৮.৮৩ শতাংশ। বাণিজ্য বিভাগে ৯২.২২ শতাংশ এবং কলা বিভাগে ৮৮.৭৪ শতাংশ। যা এককথায় অভূতপূর্ব বলে দাবি করেছেন শিক্ষাবিদরা। মানুষের মনে প্রশ্ন যে মাস্টারমশাইরা আগে নম্বর দিতে কার্পণ্য করতেন তারা কি রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন?

নম্বর বৃদ্ধির ট্রাডিশন শুরু হলেও স্কুলের পঠন পাঠনের মান সেভাবে উন্নত হয়েছে বলে মনে করেন না শিক্ষাবিশেষজ্ঞরা। উচ্চ শিক্ষাতেও সেভাবে স্থান করে নিতে পারছেন না বাংলার পড়ুয়ারা। শিক্ষাবিদদের মতে এর প্রধান কারণ সরকারি স্কুলে শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাব এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা যারা শেষ পর্যন্ত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে তারাও পাড়ি দিচ্ছে অন্যত্র।

শিক্ষাবিদদের মতে নম্বরের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চমক দিলে আখেরে শিক্ষার কোনও উন্নতি হবে না। দরকার শিক্ষার মান বাড়ানো যাতে প্রকৃত মানুষ পেতে পারে বাংলা যারা হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের চালিকা শক্তি। প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে দেশে দক্ষতার পরিমাপ শুরু করার কথা বলেছেন। 'স্কিল ম্যাপিং' করতে চালু হয়েছে অ্যাপ ও ওয়েবসাইট। সেই দক্ষতার মাপকাঠিতে স্থান করে নেওয়াটাই ভবিষ্যতের পাথেয়। ঝুলি ভর্তি নম্বর কাঁধে নিয়ে দোরে দোরে কর্মভিক্ষা করার দিন শেষ। তাই যারা স্কুল পরীক্ষায় বিপুল নম্বরের আলোকে বাংলাকে আলোকিত করতে চাইছেন তারা আসলে মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জারিধরলা নদীর জলে প্লাবিত হল দিনহাটা ১ নং ব্লকের গিতালদহ, পেটলা, শৈলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার প্রায় দশটি গ্রাম। এর ফলে জল বন্ধ হয়ে পড়েছেন ওই এলাকার প্রায় ১০ হাজার মানুষ। রবিবার রাতে সিঙিমাড়ি নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় গিতালদহের এলাকার জারিধরলা নদী পশ্চিম ভোরাম পয়েস্তি প্রায় ২৫

ফুট মাটির বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। পাশাপাশি ওই এলাকায় থাকা মাটির বাঁধ উপচে গ্রামে জল ঢুকে যাওয়ায় গোটা এলাকা প্লাবিত হয়েছে। গিতালদহের রংপুর রোডের রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে হাঁটু জল বইছে। সীমান্তের বিএসএফের নির্মীয়মান ক্যাম্প জলে ডুবে রয়েছে। নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে গিতালদহ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ও দক্ষিণ ভোরাম পয়েস্তি, দরিবস, জারিধরলা, দেওয়ানবস, ভারবান্ধা গ্রাম। গিতালদহ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের দোল গোবিন্দ গ্রামটিও প্লাবিত হয়েছে। পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাখোরা, পাঁচকুনা, শৈলমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী তীরবর্তী বাত্রিগছ এলাকায় মানসাই নদীর জল ঢুকে গিয়েছে। শনিবার রাতে সিতাই ব্লকের ব্রহ্মত্তরচাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভেঙে যাওয়া বাঁধ দিয়ে গ্রামে নদীর জল ঢুকে যাওয়ায় তিনটি গ্রাম ৫৩৭ সিঙ্গিমারি, সাগরদিঘী ও নতুনবস প্লাবিত হয়েছে। রাতের দিকে আবার নদীর জল বাড়তে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গ্রামে নদীর জল ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধানের চাষ। এরপর তিনের পাতায়

অর্থাভাবকে সঙ্গী করে নেইল আর্টে বিশ্বজয়ের সাধনায় মগ্ন বুবুন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: সংসারে চরম অর্থাভাব। তাই মহাজাগতিক বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে উচ্চশিক্ষা লাভ করার স্বপ্ন অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। ফলে মেধাবী বুবুন পাল বাড়ি ছেড়ে বহুদূরের লক্ষ্মৌতে অঙ্কনের উপকরণ মার্কেটিং সংস্থায় কাজ নেওয়ার পাশাপাশি আর্ট নিয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। অভাবকে সঙ্গী করেই এবার বিশ্বজয়ের স্বপ্নকে বুকের মাঝে সযত্নে লালন করে চলেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকার সুটরা গ্রামের বছর পঁচিশের বাসিন্দা বুবুন পাল। সুটরা গ্রামটি মন্তেশ্বর ব্লক ও থানা এলাকার হলেও পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা ক্ষেত্রের অধীনস্থ। পাশেই মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকা। প্রত্যন্ত এই গ্রামের ভাগচাষি যজ্ঞেশ্বর পাল ও দুর্গা পালের একমাত্র সন্তান বুবুন বর্তমানে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে থটিস্টিক্যাল আর্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সের পড়ুয়া। দিনভর রং–তুলি সহ নানাবিধ অঙ্কন সামগ্রীর মার্কেটিংয়ের কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা, সবমিলিয়ে শিল্পকলার একটা রঙিন জগত ছেয়ে থাকে বুবুনের হৃদয়–মন জুড়ে। আর সেই জগতের নতুন স্বপ্নের জালে

অচিরে ধরাও দিল নজরকাড়া সাফল্য। নেইল আর্টের ওপর ভিত্তি করে বুবুনের রচিত একটি অসাধারণ শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়ে গেল ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ড সংস্থা। পাঁচটি আর্টিফিশিয়াল নেইলের ওপর পেনসিল সহ নানা রংয়ের জেল নেইল পালিশের সাহায্যে মাত্র পৌনে তিন মিনিটে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি ও ভগৎ সিংয়ের প্রতিকৃতি সহ জাতীয় পতাকা হাতে একজন আমজনতার উচ্ছ্বাসকে চিত্রিত করার পাশাপাশি জাতীয় সংহতিকে তুলে ধরা হয়েছে। দেশব্যাপী আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সুটরার দুঃস্থ শিল্পীর তৈরি এই শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়ে ফরিদাবাদের বিখ্যাত সংস্থাটি বুবুন পালকে সম্প্রতি পুরস্কৃত করেছে। চরম অর্থসংকটের মধ্যেও অভিনব নেইল আর্ট নিয়ে দেশব্যাপী নজরকাড়া সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই বুবুন খুবই উচ্ছ্বসিত এবং অনুপ্রাণিত। এবার তাঁর লক্ষ্য মাইক্রো আর্ট সেকশনে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নিজের নাম তুলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। বিশ্বজয়ের সেই লক্ষ্যে বুবুনের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

রবিবার সকালে বুবুন পাল তাঁর গ্রামের বাড়িতে একটি ক্যানভাসে ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে বলে গেলেন, পরিবারের দুঃখ–কষ্টের কথা, নিজের লড়াইয়ের কথা। তিনি বলেন, আমরা খুবই গরিব। আমার সামান্য আয়ের ওপর পড়াশোনার খরচ আর নিজের খরচ চলে।

বাবা সামান্য একজন ভাগচাষি। তাই অর্থাভাবে পাকাবাড়ি তৈরি করতে পারেননি। এরপর তিনের পাতায়

পোস্টাল ব্যালট নিয়ে কমিশন পিছু হঠায় চিন্তায় প্রবীণ নাগরিকরা

পার্থসারথি গুহ

কোভিড নিয়ে উত্তাল মুহূর্তেও একটি পিছু হঠার খবর নিশ্চিতভাবে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কষ্ট দিয়েছে। একইসঙ্গে চিন্তা বেড়েছে তাঁদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া নিয়েও। বলাবাহুল্য, এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে মোটেই কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা বলা হচ্ছে না। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হলেন আমাদের ভারতের ষাটোর্দ্ধ ভোটাররা। সাম্প্রতিকতম স্ট্যাটিস্টিকস অনুযায়ী দেশের মোট ভোটদাতার ১০–১৫ শতাংশ মানুষ এই বয়সে অবস্থানকারী। বাকি ৮০ শতাংশের অধিক হলেন ১৮–৫৯ এর মধ্যে।

যাদের পিছু হঠার কথা দিয়ে এই লেখাটি আরম্ভ হয়েছে সেই সংস্থাটি আবার এদেশের ভোটারদের কাছে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলেই বিবেচিত। প্রায়ই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্ব শিরোনামে আসে। টিএন শেষনের সময় যেমন রাজ্যের তৎকালীন শাসক সিপিএমের সঙ্গে শেষনের দ্বৈরথ রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বস্তুত, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা কতটা হতে পারে সেইসময়ই দেশবাসী প্রথম মালুম করেছিল। এরপর আরও অনেক নির্বাচন কমিশনারের আমলেই এই পদের গরিমা আরও গৌরবান্বিত হয়েছিল। করোনা কবলিত দেশে

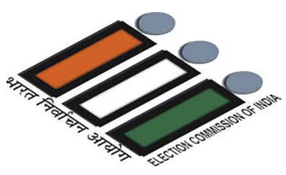

ভোটের আবহ কেমন হতে পারে তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা দানা বাঁধছিল। বিশেষ করে বয়স্ক ভোটার বা সিনিয়র সিটিজেনদের কোভিডের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কি পদক্ষেপ করে সেদিকেও চোখ ছিল সবারই। বছর শেষে বিহার বিধানসভা নির্বাচন ও আগামী বছরের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের মডেলের ওপর তাই অনেক কিছুই নির্ভর করছিল। প্রাথমিকভাবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েও দিয়েছিল বর্ষীয়ান ভোটাররা যাতে ঘরে বসেই তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এই বন্দোবস্ত করা হবে বলেও নির্বাচন কমিশন ফরমান দেয়। কিন্তু, কমিশনের এই ঘোষণার পর থেকেই রে রে করে আসনে নামেন দেশের সব বিরোধী রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ একাধিক বিরোধী দলের অভিযোগ, বর্ষীয়ান ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হলে তাতে ব্যাপক কারচুপি হবে। বলাবাহুল্য, বিরোধীদের অভিযোগের আঙুল এক্ষেত্রে নিবদ্ধ হয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে।

বিরোধীদের এই সম্মিলিত প্রতিবাদের মাঝে পড়েই জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিনিয়র সিটিজেনদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটাধিকার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠল। এর ফলে করোনা আবহে বয়স্ক মানুষদের যদি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনওরকম সংক্রমণ হয়, বা আরও গুরুতর কিছু ঘটে তখন কোনও রাজনৈতিক দল বা নির্বাচন কমিশন কি দায় নেবে? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েই।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০২০

কলকাতায় ভুতুরে বিল

ফের সম্পূর্ণ লকডাউনের ভ্রূকুটি। ক্রমশঃ মৃত্যু মিছিল বড় হচ্ছে। রুটি রোজগারের জন্য মানুষকে বাইরে বেরোতেই হচ্ছে। সঠিক নিয়ম না মানার কারণে সংক্রমণ থেমে নেই। করোনা সমস্ত সামাজিক হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গৃহস্থের রান্না ঘরেও এর প্রভাব পড়েছে। প্রতি দিনের কাজকর্ম করে খেটে খাওয়া মানুষ একদিকে যেমন সংক্রমণের ভয়ে ভীত অন্যদিকে করোনা আতঙ্ক। বাংলার মানুষ কদিন আগেই দেখেছে আমফান ঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। সে সময়ে গ্রাম বাংলার সঙ্গে কলকাতাতেও বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছিল। নানা ক্ষোভ বিক্ষোভ অসন্তোষের পর বেশ কিছু অবাঞ্ছিত মৃত্যুর পর গৃহস্থের বাড়িতে বিদ্যুৎ এসে স্বস্তি দিয়েছিল।

সেই স্বস্তি নিমেষে কেড়ে নিল কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী একমাত্র বেসরকারি সংস্থা সিইএসসি। মানুষের বাড়িতে গিয়ে মিটার রিডিং করা এই করোনা আবহে সম্ভব হয় নি। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার ইলেকট্রিক শক খাবার মতোই কলকাতার মানুষ ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল হাতে পেয়ে 'শক' খেয়েছেন। দ্বিগুন, তিনগুণ এমনকী চর্তুগুণ ইলেকট্রিক বিল মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই মুহূর্তে কলকাতায় করোনা আবহ উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার, কামারহাটি প্রভৃতি জায়গায় বিদ্যুতের বিল পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গরিব রিক্সা চালক থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত ছোটখাট ব্যবসায়ী প্রত্যেকের বিলেই প্রচুর পরিমানে টাকার অঙ্ক ছাপা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মচারীদের দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন 'বিল অ্যাডজাস্ট হবে'। সাধারণ মানুষ ইএমআই দিয়ে ঋণ শোধ করবার বিষয়টা জানেন এবং বোঝেন। বিদ্যুতের বিল নিয়ে এই ছেলেখেলার ঢেউ আছড়ে পড়েছে খোদ কলকাতায় বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও। বিদ্যুৎমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি সিএসসির এই আচরণের উপযুক্ত ব্যাখ্যা চান। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা প্রকৃত তথ্য জানান। বিদ্যুতের এই ভুতুরে বিল কেন হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে একাধিক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের রাজ্যে শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এই সিএসসির কর্ণধার। স্বাভাবিক ভাবেই একটি মাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে কলকাতার বিদ্যুতের ভার থাকায় মানুষ ক্ষুব্ধ। অতীতে এক সময় এই বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রায় এককভাবে এসইউসিআই নামক এই রাজনৈতিক দলটি মানুষের পাশে থেকে লড়াই করেছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে ফলও মিলেছিল। এবারে তাদের পাশে অন্য কিছু বিরোধী দলও সামিল হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন তার নিজের বাড়িতেও স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি বিদ্যুৎ বিল এসেছে। তিনি মানবিক ভাবেই বলেছেন সবার পক্ষে এই অতিরিক্ত বোঝা বহন সম্ভব নয়।

কলকাতায় এই ভুতুরে বিলের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ সরাসরি পথে নেমেছেন। যা বিরল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কর্তব্য পালন করুন, সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করুন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল কলকাতায় এই ভুতুরে বিল সৃষ্টিকারীদের হাতে শুধুমাত্র এই দায়িত্ব থাকবে কেন? প্রতিযোগিতার বাজারে বাকি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাদেরও সুযোগ দেওয়া হোক নাহলে ভবিষ্যতে এমন ~~স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। মানুষের দুঃসময়ে মানবিক মুখ~~ প্রত্যাশা করে সমাজ।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ছয়

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।৬।।

অনুবাদ

যিনি সব কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত জীবকে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শন করেন এবং যিনি সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি কখনও কোনও কিছুর প্রতি বা কারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।

তিনি ভগবানকে 'প্রেমের ঠাকুর' রূপেই ভজনা করেন এবং ভগবৎ–পরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গে তিনি সখ্য স্থাপন করেন। তিনি অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে সুপ্ত ভগবৎ–প্রেম জাগরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু ভগবানের নাম উপহাসকারী নাস্তিকদের কাছে তিনি কখনও যান না।

ভগবৎ উপলব্ধির তৃতীয় স্তরে হচ্ছেন উত্তম অধিকারী। যিনি সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর সম্বন্ধযুক্ত দেখেন। এই প্রকার ভক্ত আস্তিক এবং নাস্তিকের মধ্যে কোনও বিভেদ জ্ঞান করেন না, বরং সকলকেই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শন করেন। তিনি জানেন, একজন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সঙ্গে একটি পথের কুকুরের কোনও ভেদ নেই, কারণ উভয়েই ভগবানের অংশ, যদিও জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তারা ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়েছে মাত্র। তিনি দর্শন করেন যে, পরমেশ্বরের ব্রাহ্মণ অংশটি ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করেননি, কিন্তু কুকুর অংশটি তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে, এবং তাই প্রকৃতির অপ্রতিহত নিয়মেই সে এখন অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হয়ে দণ্ডভোগ করছে। কুকুর ও ব্রাহ্মণের নিজ–নিজ কর্মের বিচার না করে উত্তম–অধিকারী তাদের উভয়েরই কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন। এই প্রকার উত্তম অধিকারী সুশিক্ষিত ভক্তেরা কোন প্রাকৃত দেহ দর্শন করে বিপথগামী হন না, পক্ষান্তরে প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত চিন্ময় স্ফুলিঙ্গের দ্বারা আকর্ষিত হন।

ফেসবুক বার্তা

নিফটি সামান্য নিচে এলেও ভয় কাটাতে হবে অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১০–১০,৪০০ হবে খুব বড়আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১০ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১১,২০০–১১,৫০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১০,৪০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

নতুন একটা সপ্তাহ মানে আগের সব নেতিবাচক দিক ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা অর্থবাজারের। তার ওপর দেশের নানা সমস্যাকে ছাপিয়ে বিদেশ থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসতে থাকা। বলাবাহুল্য, এই খারাপ খবরের আঁতুরঘর এই মুহূর্তে সেই মার্কিন–চিন শুল্ক যুদ্ধ। যা রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে তামাম বিশ্বের অর্থবাজারকে। তার সঙ্গে ভারত–চিন দ্বৈরথ ও কোভিড ১৯ এর সমস্যা তো আছেই।

এখন যেটা দেখার সেটা হল এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না। কারণ, যে সব সমস্যা দানা বাঁধেছে তা সহজে দূর হওয়ার নয়।

বিদেশের এই প্রবল সমস্যার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ভারত সরকারের ল্যাজেগোবরে হতে থাকা আরও চাপ বাড়াচ্ছে শেয়ার বাজারের। ভারতীয় দুই প্রধান

সূচক নিফটিও মাত্র ২ মাসের মধ্যে ১১,৭৫০ এর ঘর থেকে পড়তে পড়তে প্রায় ১৫ শতাংশ কারেকশন সেরে বসে আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ পতন লগ্নিকারীদের পুঁজিও টেনে নামিয়েছে অনেকটাই। ৩৯ হাজারের ঘরে চলে যাওয়া সেনসেক্সও চলে এসেছে ৩৪ হাজারের গর্ভগৃহে। কোন জাদুবলে বেয়ার হানা আটকানো যাবে?

কবে যে সূচকের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আউড়ে এখনকার এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবে সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে অর্থবাজারে।

কারণ, এখন যে জায়গায় বাজার চলে গিয়েছে তার থেকে মোড় ঘোরাতে হলে আকাশকুসুম কিছু কাহিনিকেই বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। চট করে না হলে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ। বিশেষ করে আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে এই অপেক্ষার পালা।

তবে এই খারাপ বাজারেও মাত্র কদিন আগের একটা স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছে লগ্নিকারীদের। সেটা হল ভারতীয় অর্থবাজারের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকার কথা। কয়েকটা ট্রেডিং সেশন আগেই তো এই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে। এত দ্রুত যে সেই অট্টালিকা সমান বাজার এভাবে ভূপতিত হবে এটা তো কোনওভাবেই মানা যায় না। তাও বিষণ্ণ মনে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগোতে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। জ্বালা–যন্ত্রণার উপশম তো সহজে হওয়ার নয়। তাও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার নেট প্র্যাকটিসও চলছে সমানতালে।

গত সপ্তাহে যেভাবে ভারতীয় বাজার তেড়ে ফুঁড়ে বাড়ার চেষ্টা করেছিল তাতে মনে হয়েছিল না, এবার বুঝি একটা সাপোর্ট খুঁজে পেতে পাওয়া গেল। কিন্তু মার্কিন মুলুকে আতঙ্কের জেরে রাতারাতি পালটে গেল প্রেক্ষাপট। আমেরিকার দুই প্রধান সূচক ডাও জোন্স আর ন্যাসডাক এতটাই পতনের মুখে পড়ল যে তার থেকে বাদ গেল না ভারতের নিফটি–সেনসেক্স। সকালেই প্রায় বিশাল গ্যাপ ডাউনে খুলল নিফটি। একটা সময় ১৫০ পয়েন্টের মতো পতন সংগঠিত হল নিফটির ক্ষেত্রে। সেনসেক্স তখন খুইয়ে বসেছে ৪৫০ পয়েন্টের মতো।

আড়ালে আবডালে ঘাপটি মেরে থাকা বেয়াররা যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকা ঘুঁটি কেঁচিয়ে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তাও এই যে লড়াইটা এখন দানা বাঁধতে চাইছে, তা হেলাফেলা করবার মতো নয় মোটেই। বিশেষ করে ১০,০০০–র জায়গাটাকে নিফটি গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা নিয়েছে। সেজন্যই এখন ভারতের অর্থবাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস হল অগস্ট মাস। বলাবাহুল্য, এর সঙ্গে জুড়তে হবে সেপ্টেম্বরকেও। তারপর ইঙ্গিত আসবে সূচকের স্থিতিশীলতার।

বন্ধ হল ক্যানিং সবজি মার্কেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের ক্যানিং সুইমিং পোল সংলগ্ন এলাকায় জেলার বৃহত্তম ক্যানিং সবজি মার্কেট। এই সবজি মার্কেট কয়েকশো সবজি বিক্রেতার দোকান রয়েছে।পাশাপাশি প্রায় এক হাজারের বেশি সবজি চাষি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে সবজি নিয়ে এসে এই সবজি মার্কেটের রাস্তায় বসে সবজি বিক্রি করেন। এদিকে সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা দিনের পর দিন করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলছে। বাড়ছে মৃত্যুরও সংখ্যাও। তাই সমস্ত সবজি ব্যবসায়ীরা বসে সিদ্ধান্ত নেয় আগামী সাত দিনের জন্য এই সবজি মার্কেট বন্ধ রাখার। ফলে ১৬ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকছে ক্যানিং সবজি মার্কেট। ক্যানিং সবজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিকাশ মজুমদার জানিয়েছেন প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও সবজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস রোধে আগামী সাত দিনের জন্য ক্যানিং সবজি বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করে

তোলা হচ্ছে স্বাস্থ্য বিষয়ে। এমনকি সমস্ত ব্যবসায়ী মুখে মাস্ক পরে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে ও হাতে সাবান বা স্যানিটাইজার করে সে বিষয়েও সচেতন করে তোলা হচ্ছে।১৬ জুলাই থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত ক্যানিং সবজি মার্কেট বন্ধ থাকবে। পরে আবার বাজার বন্ধ রাখা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অন্যদিকে ক্যানিং শহরে লকডাউন চললেও বেশ কিছু বেয়াদপ মানুষজন মাস্কহীন ভাবে যাতায়াত করছে। লকডাউনে এমন বেয়াদপদের শায়েস্তা করতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বেয়াদপ মানুষজনদের কে সচেতন করলেন ক্যানিং ব্লক যুবতৃণমূল কংগ্রেসের বেশকিছু সদস্য। তারা কোথাও লাঠি উঁচিয়ে আবার কোথাও বা হাত জোড় করে এই সমস্ত বেয়াদপ মানুষজনদের সচেতন করে লকডাউন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আবেদন নিবেদন করেন। ক্যানিং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি পরেশরাম দাস জানিয়েছেন প্রতিনিয়ত করোনা দুরন্ত গতিতে হানা দিয়ে চলেছে। বাড়ছে সংক্রমণ, বাড়ছে মৃত্যুর হারও। সাধারণ মানুষ যাতে সচেতন ভাবে আগামী এক সপ্তাহ বাড়ির বাইরে না বেরিয়ে যাতে করে বাড়িতে বসে লকডাউন পালন করেন সেই জন্যই সামাজিক দুরত্ব বিধি মেনে সচেতনত করতে রাজপথে নেমেছে যুব তৃণমূল কংগ্রেস।

চারাগাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক হাজার চারাগাছ বিতরণ করল ক্যানিং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সকালে ক্যানিং তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া,হাটপুকুরিয়া, ইটখোলা, গোলাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ। এদিন চারাগাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলাপরিষদ কর্মাধ্যক্ষ শৈবাল লাহিড়ী সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য গত ২০ মে আমফান ঝড়ে সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর গাছপালা ভেঙে পড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সুন্দরবন এলাকার প্রায় ৩৩৯০হেক্টর জমিতে গাছপালা একেবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।১৪ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে বনমহোৎসব। চলবে আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত।আর এই বনমহোৎসব চলাকালীন রাজ্য

সরকার সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা ৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি শুরু করেছে। পাশাপাশি রাজ্যে বিভিন্ন এলাকা আরো সাড়ে তিন কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্য সরকার। করোনা কে এড়িয়ে প্রতিহত করতে সাত দিনের জন্য বন্ধ হল ক্যানিং সবজি মার্কেট

দাঁইহাট পুরসভায় ডেপুটেশনে শক্তি প্রদর্শন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: তৃণমূল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ডেপুটেশনের মাধ্যমে দাঁইহাট পুরসভায় ফের শক্তি প্রদর্শন করল সিপিএম। ১০ জুলাই বিকেলে কয়েকশো দলীয় কর্মী–সমর্থক নিয়ে এলাকার সিপিএম নেতৃত্ব দাঁইহাট পুরসভার সামনে আয়োজিত সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। একইসঙ্গে তাঁরা বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে, সিপিএমের এদিনের সভার মূল গত বাঁধা ছিল বর্তমান প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আড়াই বছরের বিদায়ী পুরবোর্ডের কাজকর্মকে ঘিরে। জনগণের উদ্দেশ্যে এদিনের কর্মসূচি থেকে সিপিএম নেতৃত্ব দাঁইহাট শহরের রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুন্নয়ন ও উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থ অপব্যয়ের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের একশ্রেণির নেতৃত্বের লাগাতার স্বজন পোষণ, দুর্নীতি সহ গা–জোয়ারী মনোভাবেরও তীব্র প্রতিবাদ করেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা মানিকচন্দ্র মোদক, প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান বিদ্যুত বরণ ভক্ত সহ একাধিক বিদায়ী কাউন্সিলর, যুবনেতা সঞ্জয় দেবনাথ, শিক্ষক নেতা সজল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বাড়বাড়ন্তের পাশাপাশি বিজেপির

চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যেও পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোট্ট তথা অনুন্নত শহর দাঁইহাটের বুকে ক্ষয়িষ্ণু সিপিএমের এদিনের জোরদার ডেপুটেশন কর্মসূচি শহরবাসীর মধ্যে আলোড়ন ফেলে দেয়। এলাকার বিভিন্ন অনুন্নয়ন নিয়ে সরব হন। যুবনেতা, সঞ্জয় দেবনাথ তাঁর বক্তব্যে বিদায়ী পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান তথা বর্তমান প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন শিশির মণ্ডলের নাম না করেই চাঁচাছোলা যেকারণে পাবলিকের পালস বুঝে নিয়ে বাম নেতৃত্বের বক্তব্যেও এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর ছিল চড়া এবং রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং। বিদায়ী কাউন্সিলর অনিন্দ্য মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁইহাট পুরসভায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করার অভিযোগ হানেন। একইসঙ্গে তিনি ভাষায় আক্রমণ করেন। একইসঙ্গে তিনি পুরসভায় সাম্প্রতিককালে সাফাই কর্মীদের লাগাতার বিক্ষোভের সময় আলিপুর বার্তা পত্রিকার সাংবাদিকের ওপর একজন পুরকর্মী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতার নিগ্রহের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে সেদিনের ঘটনার তদন্তেরও দাবি জানান। শিক্ষক নেতা সজল চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এলাকার করোনা আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্রুত কাজের ব্যবস্থা সহ ফুড কুপন বিলির দাবি জানিয়েছেন। এদিন পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সনের কাছে পাঁচ দফা দাবি পেশ করার পর সভাস্থলে ফিরে এসে সিপিএম নেতা বিদ্যুতবরণ ভক্ত জনসমক্ষে বলেন, আমরা এলাকার গঠনমূলক উন্নয়ন চাই। বাসিন্দারা যাঁরা সরকারি গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ঘরের বকেয়া টাকা পায়নি তা অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। কর্মহীন পরিযায়ী শ্রমিকদেরও কাজ চাই। এসব দাবি নিয়ে আমরা পুর প্রশাসকমণ্ডলীকে কিছুটা সময় দিয়েছি। অবিলম্বে দাবিপূরণ না হলে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ফের সোচ্চার হব।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বয়স্কদের সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমান সময়ে সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস এর প্রকোপে আক্রান্ত । বিশেষজ্ঞদের মতে বয়স্ক মানুষ দের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ।এই পরিস্থিতিতে দ্য মেডিহেল্প এন্ডার কেয়ার এক বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে মূলত বয়স্কদের জন্য, যে কোনো আপাৎকালীন প্রয়োজনে বয়স্ক মানুষদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এই সংস্থাটি।

চিকিৎসক দিবস এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১ জুলাই (বুধবার) ২০২০ 'দ্য মেডিহেল্প এন্ডার কেয়ার ' আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ১০০ জন রোগীদের ফল এবং মিষ্টি বিতরণ করল, অনুষ্ঠানটির মূল লক্ষ্যই ছিল আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া

মানুষগুলির মুখে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলা।

এই সংস্থাটির প্রধান কাজ শারীরিকভাবে অক্ষম বয়স্ক ব্যক্তিদের চিকিৎসা করার পাশাপশি বাড়িতে গিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা। এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্যই হ'ল পরিচর্যা

প্রদানেরমাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিদের বাড়ির পরিবেশে খুশি রাখা, সক্রিয় এবং স্বাধীন জীবনযাপনে সহায়তা করা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্য মেডিহেল্প এন্ডার কেয়ার–এর প্রতিষ্ঠাতা ও এমডি সুবীর গাঙ্গুলি জানান,

গত কয়েক বছর ধরে, চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবির,

সেমিনার এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছি, বিভিন্ন ধরনের কাজের পাশাপাশি দুঃস্থ মানুষদর নিয়ে আগামী দিনে এক বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলেছি । যেটা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন আনবে।ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে সে কাজ। সেখানে দুঃস্থ মানুষ থেকে মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীরা উপকৃত হবে । তবে তা ক্রমশ প্রকাশ্য''।

একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে বাম–কং জোটের ঐক্যবদ্ধ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম কমানো, ত্রৈমাসিক ব্যবস্থা বাতিল করে মাসিক বিলের ব্যবস্থা চালু, কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুত বন্টন করা, আয়কর বহির্ভূত জনগণের বিদ্যুত বিল মুকুব করা, সহ ৬ দাবিতে তুফানগঞ্জ শহরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত বন্টন কোম্পানি লিমিটেড গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের শাখা প্রবন্ধককে ৬ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিল বাম, কংগ্রেস ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মঞ্চ। এদিন তুফানগঞ্জ শহরে মিছিল করে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সিপিআই(এম) নেতা তমসের আলি, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দুলাল গোপ, আরএসপি নেতা গোপাল

শীল, কংগ্রেস নেতা দেবেন্দ্রনাথ বর্মা প্রমূখ।

এদিন নেতৃত্বরা জানান, বর্তমানে বিশ্বে করোনা ভাইরাসের কারণে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। করোনার ক্রমবর্ধমান আক্রমণে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের সাধারণ জনগণের স্বার্থে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল, তারা তা গ্রহণ না করার ফলে মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত। বর্তমান সময়ে বিদ্যুত একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হিসেবে পরিগণিত।

এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত বন্টন কোম্পানি লিমিটেডের যে ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল, তা পালনে তারা ব্যর্থ। বিদ্যুতের দাম এর ওপর নির্ভর করে রয়েছে বৃহত্তম মানুষের জীবন–জীবিকা। এই মুহূর্তে বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এই বিদ্যুতের ব্যবহার। এই পরিস্থিতিতে তাই কার্যত বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।

জয়নগর থেকে বারুইপুর আরো বাস চায় স্থানীয় মানুষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : জয়নগর থেকে বারুইপুর অবধি আরো বেশি করে বাস চায় স্থানীয় মানুষজন। দীর্ঘ চার মাসের অধিক ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। আর তাই সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। আর এই সমস্যার সমাধানে গত এক সপ্তাহ আগে জয়নগর থেকে বারুইপুর অবধি এস ৩৯ রুটের বাস পরিষেবা বর্ধিত করে জেলা পরিবহন আধিকারিক।এই রুটটির কুলতলির মৈপীঠ থেকে জয়নগর স্টেশন অবধি পারমিট ছিলো। লকডাউনে লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে এই পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে বলে জানালেন জেলা পরিবহন আধিকারিক। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, প্রায় তিরিশ বছর আগে মথুরাপুর বাপুলি বাজার থেকে গড়িয়া হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত ৮০ নং রুটের বেসরকারি বাস চলাচল করতো এই জয়নগরের উপর দিয়ে। তাঁর পরে নানান কারণে বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবার পরে মা মাটি মানুষের সরকার আসার কয়েক বছর পরে ২০১৫ সালের আগস্ট মাস থেকে জয়নগর থেকে ধর্মতলা সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়। দশ মাস পরে বিধানসভা ভোটের পরে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় নিমপীঠ

থেকে নবান্ন ও ধর্মতলা গামী ৬ টি বাস নিয়ে ভূতল পরিবহন নিগম বাস পরিষেবা চালু করে ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে। পরবর্তী কালে বাস সংখ্যা কমে ২ টি হয়ে যায়। যা এখনো সেই নিয়মেই চলে আসছে। সকালের বাস দুটি কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করতো আর রাতে জয়নগর অভিমুখে ফিরে আসতো। সারাদিন একটা ট্রেন কোনও কারণে যাত্রী মিস করলে অটো পালটে পালটে বারুইপুর যেতে হতো। তার পরে লকডাউনের কারণে এখনো ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় অটোয় কয়েকগুণ ভাড়া বেশি দিয়ে বারুইপুর বা, কলকাতা যেতে হচ্ছে কাজের প্রয়োজনে। এমন অবস্থায় জয়নগর এলাকার মানুষের কথা ভেবে জেলা পরিবহন আধিকারিক এস –৩৯ রুটের বেসরকারি বাস পরিষেবা কে বারুইপুর অবধি বৃদ্ধি করেছে। আর এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ । জয়নগর এলাকার কয়েকজন নিত্য যাত্রী বলেন, আমরা চাই এই বাস পরিষেবা সারা বছর চালু থাকুক। আর বাসের সংখ্যা বাড়ানো হোক, যাতে কলকাতা যেতে মানুষের আর অসুবিধায় পড়তে না হয়। আর এই বাস পরিষেবা ঘন ঘন দিলে এবং এলাকার প্রতিটা মোড়ে বাসের সময় সূচি টাঙানো থাকলে আমরা জানতে পারি। এ ব্যাপারে মৈপীঠ –জয়নগর–বারুইপুর বাস রুট ইউনিয়নের সম্পাদক আপ্তার লস্কর বলেন, আমরা আপাতত এই ৭ টি বাস বর্তমানে চালু রেখেছি। আরো কিছু বাস কয়েকদিনের মধ্যে এসে যাবে। এখন প্রতিদিন ভোর ৫.৩০ তে জয়নগর থেকে বারুইপুর যাবার প্রথম গাড়ি ছাড়ছে। সকালের দিকে এখন ৪০ মিনিট অন্তর এই পরিষেবা চালু আছে। গাড়ির সংখ্যা বাড়লে সময় আরও কমবে। তবে জয়নগর বারুইপুর এই বাস পরিষেবায় বর্তমানে যাত্রী সংখ্যা ভালোই। এরকম চললে আমরা ও ভালো পরিষেবা দিতে পারবো। জেলা পরিবহন আধিকারিক বলেন, বেসরকারি বাস মালিকরা চাইলে আমি এসব রুটে আরও রুট পারমিট দিয়ে দেবো তাড়াতাড়ি। তবে জয়নগর বারুইপুর রুটে ধাপে ধাপে ১৭ টি বাস পরিষেবা দেবে বলে তিনি জানালেন।

জোটের সওয়াল ব্রজ মুখার্জীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জুলাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ১০৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সিআইটিইউ–র উদ্যোগে জাম্বুনিতে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলাপরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সিপিআইএমের তিনবারের প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজ মুখার্জী । কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারিকরণ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ব্রজবাবু । 'আলিপুর বার্তা'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রজ

মুখার্জী বলেন, '২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে বাম কংগ্রেস জোট একসঙ্গে লড়বে ।' জোট হলে বীরভূমে এগারো আসনে আসন সমঝোতার সমীকরণ কী হবে? – প্রতিবেদকের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রজবাবু বলেন, 'সেটা এখন বলতে পারবো না । ওটা রাজ্য ঠিক করবে।' রক্তদাতাদের হাতে গোলাপ ফুল, ব্যাগ, জলের বোতল, টিফিন তুলে দেওয়া হয়। ১৩ জুলাই নলহাটি রক্তদান শিবিরে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপি সাংসদ যুবমোর্চা রাজ্য সভাপতি সৌমিত্র খাঁ । সকালে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন সাংসদ ।

সেরা শিক্ষক সম্মানে ভূষিত

অভীক মিত্র : INSTITUTE OF SCHOLARS (INSC AWARDS 2020) (UNIT OF SDPL) "BEST TEACHER AWARD 2020 সম্মানে ভূষিত হলেন বাজিতপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্তকুমার দাস । পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করতে পড়াশোনার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন নতুনত্ব বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীকক্ষকে বিভিন্ন কার্টুন ও ওয়েল পেন্টিং দিয়ে সাজানো,মিড ডে মিলের জন্য আনাজ চাষ,ফুলের বাগান,ঔষধি গাছের বাগান, বিদ্যালয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা । লকডাউন চলছে তাই ইমেলের মাধ্যমে শংসাপত্র পাঠানো হয়েছে । প্রশান্তবাবুর এই সম্মানে খুশির হাওয়া জেলা শিক্ষা মহলে

ঘুরপথে বাস যানজট

নিজস্ব প্রতিনিধি : খানাখন্দে ভরা ৬০ নং জাতীয় সড়ক। সঙ্গী হয়েছে প্রত্যেকদিন কয়েক ঘন্টা প্রবল বৃষ্টি । ফলে স্বাভাবিকভাবেই যানজটে ভুগছে ষাট নং জাতীয় সড়ক । অধিকাংশ বাস চিনপাই ব্যাঙ্কের পাশের রাস্তা দিয়ে গিয়ে আদু–রিয়া,জামথলিয়া,পরুলিয়া, পাতাডাঙা,কড়িধ্যা হয়ে সিউড়ি ঢুকছে । এর জন্য নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া অভিযোগ যাত্রীদের । ১২ জুলাই থেকে সিউড়ি আন্ডারপাস সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে ।।

কৌশিকী অমাবস্যায় বন্ধ তারাপীঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণ রুখতে আগামী ১২ থেকে ২০ আগস্ট কৌশিকী অমাবস্যায় বন্ধ থাকবে তারাপীঠ মন্দির । শুধু হবে নিত্যপুজো । ১৩ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন কৃষিমন্ত্রী আশিস ব্যানার্জী । জেলাশাসক মৌমিতা গোদালা বসু,পুলিশ সুপার শ্যাম সিং, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল উপস্থিত ছিলেন । শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার বক্রেশ্বর মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কমিটি ।

দীনমজুরের ছেলে মাধ্যমিকে ৬৭৮পেয়ে ক্যানিং মহকুমায় প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দিন আনা দিন খাওয়া। কোনও রকমে চাষের কাজ করে সংসার চলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খেড়িয়া গ্রামের কৃষক সালাউদ্দিন সরদারের। দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। সালাউদ্দিন বাবুর স্ত্রী শেরিফা সরদার সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সেরে দুই ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করার চেষ্টা করতেই থাকেন। দুই ছেলের পড়াশোনা করায় খরচ নিয়ে হিমশিম খেতে হয় সরদার পরিবারের।

অবশেষে সালাউদ্দিন বাবু তাঁর স্ত্রী শেরিফার সাথে আলোচনা করে একটু বেশি উপার্জনের জন্য মাঝে মধ্যে কলকাতায় রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে কাজ করতে যেতেন। পাশাপাশি স্ত্রী শেরিফা অঙ্গনওয়াড়ির কাজ পেয়ে যাওয়ায় একটু ভরসা পেয়ে যায় সরদার পরিবার। বড় ছেলে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করায় তার

পিছনে প্রায় সমস্ত খরচ চলে যাওয়ায় ছোট ছেলে ইজাজ আহমেদ সরদারের মাধ্যমিক নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হয়ে যায়। কি ভাবে ছেলেদের পড়াশোনা করাবেন সেই নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যায় সরদার পরিবার। পাশাপাশি এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য অন্যত্র থেকে পড়াশোনা করতে হয় ইজাজকে।

বাসন্তী ব্লকের কুলতলির নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির থেকে সাত বিষয়ে লেটার সহ সর্বোচ্চ ৬৭৮ নম্বর পেয়ে স্কুলে প্রথম এমনকি ক্যানিং মহকুমা এলাকার সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে দীনমজুর পরিবারের ছেলে ইজাজ আহমেদ সরদার। প্রতিটি বিষয়ে ইজাজ আহমেদ সরদার পেয়েছে বাংলায় ৯৫, ইংরেজি ৯৫,গণিত ১০০, ভৌতবিজ্ঞান ৯৮,জীবনবিজ্ঞান ৯৬,ইতিহাস ৯৬, ভূগোল ৯৮।

নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্র ইজাজের এর এমন অভাবনীয় সাফল্যে খুশি হয়ে বাসন্তী ব্লকের কুলতলি নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক দীপক কুমার কর। তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, ইজাজ পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। প্রতি ক্লাসে প্রথম হওয়াই ছিল তার চ্যালেঞ্জ। মাধ্যমিক এত ভালো ফল করবে আশা ছিল না। পাশাপাশি ক্যানিং মহকুমা এলাকায় সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তেমনটাও আশা ভরসা ছিল না। ইজাজের সাফল্যে আমরা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা আনন্দিত এবং গর্বিত।

ইজাজ জানিয়েছে, আগামী দিনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে বড় হয়ে সে আইএএস কিংবা আইপিএস হয়ে গ্রামের দরিদ্র দুঃস্থ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চায়। পাশাপাশি ইজাজ জানিয়েছে, সবসময় বাসন্তী ব্লক রাজনৈতিক দাঙ্গায় জর্জরিত। এমনকি তার টেষ্ট পরীক্ষার সময় এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তেজিত হয়ে উঠলে অন্যত্র গিয়ে আতঙ্কের মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়েছে। এমনটা না হলে মাধ্যমিকের মেধা তালিকাতে নাম তুলতে পারতাম। আগামী দিনে আইপিএস কিংবা আইএএস হয়ে সাধারণ মানুষের কাজে নিয়োজিত করে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই।

অন্যদিকে, দরিদ্র দিনমজুর সালাউদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী শেরিফা সরদার পড়েছেন মহা ফাঁপরে। ছোট ছেলেকে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন! কোথায় পাবেন সেই দুঃশ্চিন্তায় রাতে ঘুম উবে গিয়ে ছেলের মাধ্যমিকে ভালো ফল করায় আনন্দের কথাটা ভুলেই গিয়েছেন!

মাস্ক না পরায় শাস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুখে মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে কি বার হবার কথা ভাবছেন। সাবধান! আইনভঙ্গকারী হিসাবে আপনার কপালে জুটতে পারে অনেক কিছু। গত মার্চ মাসের

তৃতীয় সপ্তাহ থেকে লকডাউন ও তার পরে আনলক চলছে। বর্তমানে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলায় গত বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে কন্টেনমেন্ট জোন এলাকায় লকডাউন চলছে জোর কদমে। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী মুখে মাস্ক লাগানো বাধ্যতা মূলক করেছে রাজ্য সরকার। আর তাই কড়া হাতে রাস্তায় নেমে এই আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লকডাউন ভাঙার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পুলিশ। এর জন্য চলছে প্রতিটা মোড়ে মোড়ে চলছে পুলিশের কড়া নজরদারী। জয়নগর থানা সূত্রে জানা গেল, এখনো পর্যন্ত এই আইন অমান্য করার অপরাধে ৭০ জনের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।তাই মুখে মাস্ক পরেই রাস্তায় বার হতে বারবার প্রচার করছে প্রশাসন। তাই একটু সচেতন হোন।

ওসিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি –চারিদিকে চলছে করোনার দাপট। বাড়ছে সংক্রমণ,বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। মহামারী করোনা ভাইরাস উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে জনসাধারণের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন পুলিশ কর্মীরা। প্রত্যন্ত

সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী থানা প্রায় প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক হিংসা সংঘর্ষ, মারামারি, গন্ডগোল লেগেই রয়েছে। সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাসন্তী থানার নতুন ওসি'র দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন বিশ্বজিত ঘোষ। তিনি ১৪ জুন দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে বাসন্তী ব্লকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনেন। সাময়িক ভাবে হলেও বর্তমানে বিশ্বজিত ঘোষ উত্তপ্ত বাসন্তীকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। আর পুলিশের এমন কাজকে কুর্নিশ জানিয়ে বুধবার সকালে বাসন্তী থানায় গিয়ে ওসি বিশ্বজিত ঘোষকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সমাজসেবী তথা সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার। সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ওসিকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা বিশ্বজিত ঘোষের হাতে তুলে দেন ফারুক বাবু। আম্ফান, করোনা আর উত্তপ্ত বাসন্তীর মাটিতে এমন উষ্ণ সংবর্ধনা পেয়ে খুশি বাসন্তী থানার নতুন ওসি।

নদীর জলে প্লাবিত জনজীবন

প্রথম পাতার পর

পুকুর গুলি ডুবে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এলাকার মৎস্য চাষিরাও। আজিজ আলি বলেন, চার বিঘার পুকুরে মাছ ছেড়ে ছিলাম। কিন্তু নদীর জল ঢুকে সব মাছ বের হয়ে গিয়েছে।

তবে এখনো গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসন থেকে কোনও রকম সাহায্য না মেলায় ক্ষুব্ধ গিতালদহের জলবন্দি বাসিন্দারা। গিতালদহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিথিকা বর্মন রায় বলেন, বাঁধের একটু জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। এখানে পারায় পাঁচ হাজার মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়েছেন। আমরা তাদের রেসকিউ সেন্টারে আসার কথা বললেও তারা আসতে রাজি হচ্ছে না। ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি। বিএসএফের কমান্ডারের সাথে কথা হয়েছে। স্পিড বোর্ড তৈরি আছে। প্রয়োজন হলে তাঁদেরও সাহায্য নেওয়া হবে।

মিনতি বর্মন, পারুবালা পাল, ধীরেন বর্মন বলেন, রাতে নদীর বাঁধের উপর দিয়ে গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে জলের তোড়ে বাঁধের ২০ ফুট ভেঙে যায়। এখনো সেখান দিয়ে হুহু করে জল ঢুকছে গ্রামে। বাঁধ সংস্কারের কোনও উদ্যোগই নেই। আমারা জলে বন্দি হয়ে থাকলেও কেউ এসে আমাদের এখনো খোঁজ নেয়নি। আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি।

সোমবার সকালে সিতাইয়ের ৫৩৭ সিঙ্গিমারিতে মানসাই নদীতে ভেঙে যাওয়া বাঁধ পরিদর্শনে যান এলাকার তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়া। সঙ্গে ছিলেন সিতাইয়ের বিডিও অমিত কুমার মণ্ডল, দিনহাটার এসডিপিও মানবেন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা। সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক বলেন, আপাতত বাঁশ ও বালুর বস্তা দিয়ে ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামতির চেষ্টা করা হচ্ছে। সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিকরাও আজকে এসেছিলেন। তারাও দেখে গিয়েছেন। বর্ষার পর এখানে বাঁধ তৈরি করা হবে। নদীর জল কমতে শুরু করেছে।

জয়নগরে এলাকা সিল করলো প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংশোধিত কন্টেনমেন্ট জোনের নাম প্রকাশিত হয়েছে জেলাশাসকের পক্ষ থেকে। এখন এই জেলার কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা ৫৪ টি। যার মধ্যে আছে জয়নগর ১ নং ও ২ নং ব্লকে দুটি করে। তবে কুলতলি ব্লকের নাম এই লিস্টে নেই। জয়নগর ১ নং ব্লকের কন্টেনমেন্ট জোন দুটি হলো দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের জোড়াপুল লাগোয়া সাহা পাড়া এলাকা ও বাজার লাগোয়া চিন্তামণি ধন এলাকা। বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর ১ নম্বর বিডিও নৃপেন বিশ্বাস, জয়নগর থানার আইসি অতনু সাঁতরা, দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অরুণ নস্কর সরোজমিনে এই দুটি এলাকা পরিদর্শন করেন। এবং ওনাদের সামনেই বাঁশের ব্যারিকেড করে এলাকা দুটিকে সিল করে দেওয়া

হয়। এবং ওই এলাকায় পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয় নজরদারি চালানোর জন্য।এখন আর এই এলাকার ভিতরে কেউ ঢুকেও বের হতে পারবেন না। এলাকা মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসনের তরফে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল। করোনার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় সরকারি নিয়ম মেনে এই এলাকায় লকডাউন করা হয়েছে বলে জানা গেল। আর এর জন্য এলাকার মানুষের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

রায়দিঘিতে কেউটে ধরা পড়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি – রায়দিঘি তে দুটি বিষধর সাপ দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। রায়দিঘি থানার অন্তর্গত কুমড়া পাড়া গ্রামে দুটি সাপ ধরায়. মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। এলাকার মানুষের অভিযোগ যে রবিবার রাতে তুহিন মন্ডল প্রথমে এই সাপ দুটিকে দেখতে পান। পুকুরের মধ্যে জাল থাকায়. দুটি সাপকে আটকে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়। তুহিন মন্ডল গ্রামের সবাইকে খবর দেন এবং তিনি সাপটাকে জাল থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু জাল থেকে

কিছুটা ছাড়ানোর পর তার চোখে পড়ে সাপের গায়ে ডোরাকাটা দাগ আছে তখনই তিনি কয়েকজন কে ডেকে আনেন তারা বলেন এটা কেউটে সাপ। তিনি সাপ দুটিকে না মেরে বনদপ্তরে খবর দেন। অবশেষে সাপ ধরার অভিজ্ঞ রায়দিঘির বাসিন্দা সুপ্রভাত দাস এগিয়ে আসেন। তিনি পুকুরে নেমে জালে আটকে থাকা সাপ দুটিকে জাল কেটে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। উদ্ধারকারী ব্যক্তি সুপ্রভাত দাস বলেন, আমি সরকারি সাহায্য পাই নি কোনও দিন। তবে সাপ ধরা আমার নেশা। তিনি সাপ দুটিকে উদ্ধার করে রায়দীঘি বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন।

মৃতের পরিবারকে সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি – দশ দিন আগে কুলতলি ব্লকের মৈপীঠে রাজনৈতিক খুনোখুনি তে উত্তপ্ত হয় এলাকা। তৃণমূল ও এসইউসির দুপক্ষের দুজন মারা যায়। বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনার পরে পুলিশ দুপক্ষের ১৩ জনকে গ্রেপ্তার

করে। ঘটনার পর থেকে এলাকা এখনো থমথমে। প্রতিটা মোড়ে এখনো পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় পুলিশি টহলদারি জারি রয়েছে। রবিবার এপিডিআরের জয়নগর শাখার পক্ষ থেকে মৈপীঠ খুনোখুনিতে মৃত তৃণমূল কর্মী অশ্বিনী মান্নার বাড়িতে কিছু আর্থিক সাহায্য ও ত্রাণ তুলে দেওয়া হয় মৃতার স্ত্রী ও ছেলেদের হাতে। এসইউসির কর্মী মৃত সুধাংশু জানার পরিবার ও প্রতিবেশীদের হাতেও ত্রাণ তুলে দেওয়া হয়।

বিশ্বজয়ের সাধনায় মগ্ন

প্রথম পাতার পর

এমনকি, সরকারি গৃহ নির্মাণ প্রকল্প থেকেও আমরা বঞ্চিত। এত সমস্যার মধ্যেও আমি অভিনব এই নেইল আর্টের ওপর কাজ করে চলেছি। সম্প্রতি, দেশব্যাপী প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়া বুকস অফ রেকর্ড আমার কাজকে পুরস্কৃত করায় বাস্তবিকই আমি আরও এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। এবার আমার লক্ষ্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলা এবং তার জন্যও কাজও শুরু করেছি।

এদিকে, নেইল আর্টে পুরস্কার প্রাপ্তির খবর পেয়ে সোমবার মন্তেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সৈকত পাঁজা সুটরা গ্রামের বাড়িতে এসে বুবুনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেদিন সৈকতবাবু দুঃস্থ ওই পরিবারটির জীবন যাপনের লড়াই চাক্ষুষ করার পর পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। সৈকত পাঁজা বলেন, বুবুন পালের পরিবার খুবই অভাবের মধ্যে রয়েছে দেখলাম। তাঁরা যাতে আগামী ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারি মাসের মধ্যে সরকারি প্রকল্পে পাকা বাড়ি পায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পরিবারটি অর্থাভাব নিয়ে আমি জেলাশাসকের সঙ্গেও কথা বলব। পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা বলেন, আমি সুটরা গ্রামের বুবুন পালের পরিবারটির কথা জানতাম না। তবে, এবার যখন জানতে পারলাম তখন আমি পরিবারটির পাশে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথম দশে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা কে শিখরে নিয়ে গেল কলা বিভাগের বুড়ুল হাই স্কুলের ছাত্রী ইয়াসমিনা খাতুন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। মেধা তালিকাতে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থানে সে আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সোমা মণ্ডল জানান ওই ছাত্রী দরিদ্র পরিবারের। তার অভিভাবক দিন মজুর। আমাদের পক্ষ থেকেও ইয়াসমিনাকে শুভেচ্ছা।

জল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি :আজ শনিবার ১৮ জুলাই রাত ১০টার পর থেকে রবিবার ১৯ জুলাই দুপুর ২টো পর্যন্ত পূজালি পুরসভার সব এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন পুর প্রধান তাপস বিশ্বাস। পাইপ লাইন মেরামতির জন্যই ১৬ ঘন্টা জল সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফে। পুনরায় রবিবার বিকাল থেকে জল পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।

চিকিৎসা শিবির

লকডাউন ও আনলক পর্বে সাধারণ গরীব মানুষদের বিনা ব্যয়ে চিকিসা পরিষেবা দিতে রবিবার সেবা ভারতীর উদ্দ্যোগে জয়নগর মিএগঙগা ট্রাস্ট কমিটির সহযোগিতায় ট্রাস্ট কমিটির বিল্ডিং এ এক চিকিসা শিবির হয়ে গেল। এই শিবিরে সাধারণ চিকিসা ও দাঁতের চিকিসা করা হয়।চারজন চিকিসক এই পরিষেবা তুলে দেন এলাকার শতাধিক সাধারণ মানুষের কাছে।এই পরিষেবা পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ। আগামী দিনেও এই ধরনের পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানা গেল।

সরকারি হিসাব হাসির খোরাক

প্রথম পাতার পর

আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষাদানের জন্য পাড়া দুটিতে দুটি স্কুল তৈরি করেছি। এই পরিবারগুলি মূলতঃ রাস্তার কাজ, মাটি কাটার কাজ, জন–মজুরের কাজ করে। প্রত্যেক পরিবারেরই সুস্থ বাসস্থানের অভাব এবং নিত্য সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। করোনা এবং আমফানের কারণে আজ এরা কর্মহীন।'

এছাড়াও আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়ের বড় ঠিকানা বাঁকুড়া, বীরভূম ও ঝাড়গ্রাম। সেখানকার প্রতিনিধিরাও বিভিন্ন ব্লক ঘুরে একই ছবি তুলে ধরেছেন। তারা জানিয়েছেন পাকা বাড়ি তো দূরের কথা ভাল করে খাওয়া জুটছে না এদের। করোনা লকডাউনের জেরে এরা বর্তমানে জীবনের প্রান্তে এসে ধুঁকছেন। নেই চুলো, নেই চাল।

বাস্তবের সঙ্গে সরকারি হিসাবের এই গড়মিল কেন? নবান্নের দাবি আর্থ সামাজিক জাতি সমীক্ষার ভিত্তিতে উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি হয়েছিল বামফ্রন্ট আমলে ২০০৬ সালে। সেই তালিকার ভিত্তিতেই চলছে হিসাব নিকাশ। অথচ ১৪ বছরে বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। পাকা বাড়ি যেমন হয়েছে তেমনি পরিবার ভেঙে বেড়েছে কাঁচাবাড়ির পরিমান। সুতরাং তালিকা সংশোধন না করে কেন্দ্রে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এই কথা জেনে কেন্দ্র বলেছে তাহলে মুখ্য সচিব লিখিতভাবে বলুন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব তপশিলী–জনজাতির পাকা বাড়ি হয়ে গিয়েছে তাই ৬০ শতাংশ বাড়ি তাদের বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিন মাসেও সে চিঠি দেননি মুখ্যসচিব। নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার কথায় 'কে দায়িত্ব নিয়ে বলবেন যে রাজ্যের তফসিলি–জনজাতিভুক্ত সব মানুষের পাকাবাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে! তাই অন্য পথ খুঁজতে হবে। জবাবও দেওয়া হবে কেন্দ্রকে।'

বিরোধীদের অভিযোগ, অকর্মণ্য সরকার ১৪ বছর ধরে উপভোক্তাদের নতুন তালিকা তৈরি করতে পারে নি। এর মধ্যেও কাটমানি দুর্নীতিরও গন্ধ পাচ্ছেন তারা। তাদের দাবি এতদিন ধরে যে টাকা এসেছে তার অনেকটাই খেয়ে গিয়েছে তৃণমূলের নেতারা। যেটুকু পৌঁছেছে তা দিয়ে পাকাবাড়ি করা সম্ভব নয়। ফলে খাতায় কলমে টাকা পেলেও হয়নি পাকাবাড়ি। এখন কেন্দ্র হিসাবে চাওয়ায় জারিজুরি বেরিয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আমফান সাইক্লোনের পর আবাস যোজনার টাকা পাওয়া এখন রাজ্য প্রশাসনের কাছে অত্যন্ত জরুরি। একদিকে ত্রাণের জন্য হাহাকার অন্যদিকে ঘর সারাবার টাকা নিয়ে দুর্নীতি এমনিতেই শাসক দলকে কাঠগড়ায় তুলেছে। সামনে ২০২১–এর নির্বাচন। আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। এর মধ্যে ঘর তৈরির টাকা না পেলে তার অভিঘাত সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে। এত কম সময়ে তালিকা তৈরি করে বা মুচলেকা দিয়ে কেন্দ্রের টাকা আনা সম্ভব হবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লকডাউনে শিশু মনের হদিশ করা সহজ নয়

লকডাউন হোক বা আনলক, পরিণত মনের অভিব্যক্তি জানাবার জন্য রয়েছে সংবাদ মাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া। ছোট-খাট আড্ডা থেকে ডিজিটাল কনফারেন্স। কিন্তু শিশুমন? তারা কি ভাবছে? তাদের অভিব্যক্তিকে কি আমরা বুঝে উঠতে পারছি? তাদের মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কি বন্দীদশার চাপে ব্যাহত হচ্ছে? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন শর্মিষ্ঠা সাহা।

আমাদের দেশে শিশুদের এখনও সেভাবে কোনও শ্রেণীবিন্যাস হয়নি। শিশুদের আবেগ, চাওয়া-পাওয়া, অভিমান নিয়ে গবেষণাও এখানে অপ্রতুল। যেটুকু হয়েছে বা হচ্ছে তার প্রতিফলনও সেভাবে জনসমক্ষে পড়েনি। তাই শিশুমন বলতে আমরা এখনও একই বন্ধনীতে দেশের আপামর শিশুকে ধরে নিই। জন্মের পর কয়েক মাস হয়ত সবাই এক কিন্তু বছর ঘোরার পর থেকে শিশু মনের উপর ছায়া ফেলতে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ, পারিবারিক স্বচ্ছলতা, বিদ্যালয়ের টৌহদ্দি। বদলে যেতে থাকে শিশুমন। গ্রাম-শহরে, ধনী-গরিবে, বস্তি-অট্টালিকায় বিভক্ত হতে থাকে শিশুমনের ঠিকানা। যৌথ পরিবারের নানা অসুবিধা কাটিয়ে আজ আমরা সুখী গৃহকোণে বন্দী। যে শিশুর সঙ্গী ছিল মাঠ-গলি-ছাদ, ভাইবোন, প্রতিবেশী, দাদু, ঠাকুমা, কাকা, কাকিমা তার সঙ্গী এখন ঝাঁ চকচকে খেলনা, বোকা বাক্সের কার্টুন ও পরিচারিকা। কিন্তু আমরা মা, বাবারা কি এই গৃহবন্দী শিশুদের মন বুঝতে যথেষ্ট পারদর্শী?

করোনা সংক্রমণ রোধে যে লকডাউন চালু হয়েছে, তাতে আমাদের রাজ্য তথা দেশের এমনকি সারা বিশ্বে আজ স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। শিশু থেকে কিশোর সবাই আজ গৃহবন্দী। অধিকাংশ শিশুরাই ঘরের বাইরে পা দিচ্ছে না। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন হচ্ছে অনলাইনে-ভিডিও কলিং, হোয়াটস অ্যাপ, ইউটিউব-এর মাধ্যমে। শহরে এই পরিষেবা সহজেই ছাত্রছাত্রীরা গ্রহণ করে তাদের পঠন-পাঠন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। কিন্তু গ্রামে এই পরিষেবা পাওয়া অসুবিধাজনক। সেখানে নেট-পরিষেবা দুর্বল। তবে একভাবে টানা অনলাইনে ক্লাস তাদের পক্ষেও অসুবিধাজনক। বাচ্চারা কিছুদিন এইভাবে পড়ানোতে নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু শিশুর সংবেদনশীল মনে সেটা কতটা গ্রহনীয় তা আমরা জানি না। বাবা-মা বাধ্যতামূলকভাবে তাদের ক্লাস অনুযায়ী সকালে ল্যাপটপ বা ডেস্ক টপের সামনে বসিয়ে দেয়। একই পরিবেশে স্কুলের পঠন-পাঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তাদের অসুবিধার কথা আমরা জানার চেষ্টা করি না। শিশুমনে আমরা অনেক কিছুর মত এটাও চাপিয়ে দি, তাদের ভালো লাগা মন্দ লাগাকে উপেক্ষা করে। আজকাল ড্রয়িং, গান-নাচ-খেলা সব ক্লাসই অনলাইনে হচ্ছে। এটা কতটা কার্যকরী তাও বোঝা মুশকিল। একঘেয়েমি দানা বাঁধছে শিশুমনে। কখনও ঘরে থাকতে থাকতে তারা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে, বিরক্তবোধ করছে। ঘরে বসে মোবাইল তাদের সঙ্গী। বাবা-মার রক্তচক্ষু, বকাঝকা উপেক্ষা করেও চলছে তাদের মোবাইল-বিনোদন। এতে চোখের ক্ষতিও হচ্ছে। কখন শিশু ও কিশোররা মোবাইল আসক্ত হয়ে পড়ছে। তারা মোবাইলে এমন সব প্রোগ্রাম দেখছে যা তাদের বয়সোচিত নয়। এর ফলে চলছে বাবা-মায়ের কড়া শাসন। গৃহের পরিবেশ দূষিত

হয়ে পড়ছে।

অনবরত বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকে, তাদের সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডার ফলে শিশু-কিশোররা বাবা মায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে। কখনও কখনও কিশোর-কিশোরীরা অস্থিরচিত্ত বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের মনের ভাব বুঝে বন্ধুসুলভ আচরণ করে তাদের মনের মধ্যে আনন্দ জাগাতে হবে। এই জটিল পরিস্থিতিতেও তাদের মানসিক বিকাশে যেন কোনওরকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার নৈতিক দায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরই।

মোদ্দা কথা হল শিশু মনের হদিশ করতে বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরিচারক-পরিচারিকাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রথমে শিশুমনের অভিব্যক্তিকে বোঝা দরকার। এক গবেষণা বলছে গৃহবন্দী শিশুদের মনের অভিব্যক্তি হল :

১) আমি বড় একা
২) নিরাপত্তাহীনতা
৩) কাউকে বিশ্বাস করি না
৪) কেউ আমাকে কেয়ার করে না
৫) আমার ভয় করে

এইসব অভিব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পর কি করতে হবে তার একটা তালিকা প্রকাশ করেছে ইউনিসেফ যাতে বলা হয়েছে

- শিশু-আবেগকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে।
- বিশেষ শিশুর উপর বেশি করে ধ্যান দিতে হবে।
- চাপ ও যে কোনও যন্ত্রণার সময় শিশুর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
- কোভিড সম্পর্কে শিশুকে ধারণা দিতে হবে।
- ভাইরাস নিয়ে গুজব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
- ভয় দেখানো কখনই চলবে না।
- শিশুদের সঙ্গে নানা কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে হবে।
- শিশুদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- সৃজনী শক্তিকে উৎসাহ দিতে হবে।
- নিয়মবিধিতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।
- একই জিনিস সারাক্ষণ ধরে চাপিয়ে দিলে অবসাদ আসবে।
- কোন সাহায্যের জন্য টোলমুক্ত ০৮০৪৬১১০০০৭ নম্বরে ফোন করতে হবে।

এরসঙ্গে যুক্ত করতে হবে বিশেষ চরিত্রের শিশুদের জন্য বিশেষ রকম পদ্ধতি। মনে রাখতে হবে গ্রামের একটি শিশু সঙ্গী হিসাবে পায় প্রকৃতিকে যা শহরের শিশুদের কাছে অমিল। তাই দু জায়গার শিশুদের অভিব্যক্তি দুরকম। ঠিক সেরকম বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের দেখভালহীন শিশু ও ফ্ল্যাটবাড়ির শিশুমনে তফাত অনেক। প্রত্যেকের অভিব্যক্তি আলাদা। তাই তাদের বোঝার মনও আলাদা হতে হবে।

সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে বাবা-মাকে। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত না থেকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে শিশুমনের প্রতি। সুস্থ সবল ভবিষ্যত গড়ার এটাই একমাত্র পথ।

মৈপীঠে নদীর ধারে বৃক্ষ রোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুন সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে আমফান নামক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। আর তাতে প্রচুর গাছ পালা নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেই কারণে এই এলাকায় নদীর

ধার বরাবর গাছ বসানোর পরিকল্পনা করে দুটি বেসরকারি সংস্থা। আর তাই শনিবার আমফানে ক্ষতিগ্রস্থ সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ নগেনাবাদ আদিবাসী মুন্ডা পাড়ার মাতলা নদীর ধার বরাবর তিরিশ টি নারকেল গাছের চারা বসানো হলো এপিডিআর ও নহন্যতে সংস্থার সহায়তায়। আগামী দিনে এই এলাকায় আরও গাছ বসানো হবে বলে জানা গেল। সুন্দরবনের নদীর ভাঙন আটকাতে এবং আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে এই গাছ বসানো হলো।এই গাছ নদীর ভাঙন আটকাতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আর সেই কারণে এই গাছ বসানো হলো। নগেনাবাদ আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দারা এই গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করবে বলে জানালেন।

৫কোটি ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে শুরু হল বনমহোৎসব

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং –মঙ্গলবার বনমহোৎসবে দিবসে সুন্দরবনে শুরু হল ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ রোপণ কর্মসূচি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ইচ্ছাপূরণ করতে সুন্দরবনে চালু হয়ে গেল '৫ কোটি ম্যানগ্রোভ রোপণ' প্রকল্প। নির্দেশ আসার পরই মঙ্গলবার বনমহোৎসবের দিন থেকে শুরু হয়েছে চারাগাছ ও বীজ রোপনের কর্মসূচি। বনমহোৎসব দিবসে সুন্দরবনের বন দফতরের উদ্যোগে ঝড়খালি এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে ঝড়খালির বিভিন্ন নদী তীরবর্তী এলাকায় জেলাশাসক পি উলগাথনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বনমহোৎসব দিবস পালিত হয়।

অন্যদিকে, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের উদ্যোগে এদিন গোসাবা ব্লকের দুলকি এলাকায় পঁচিশ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বীজ রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প ক্ষেত্র অধিকর্তা সুধীর চন্দ্র দাস সহ ক্ষেত্র অধিকর্তা দীপক এম,উপক্ষেত্র অধিকর্তা অনিন্দ্য গুহঠাকুরতা, সৌমেন মন্ডল, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অচিন পাইক,সহ সভাপতি কৈলাশ বিশ্বাস, সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

চলতি আর্থিক বছরে সমগ্র সুন্দরবনে নদীর চরে ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ চারা গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্য সরকার।

গত ২০ মে 'আমফান' ঝড়ে সুন্দরবনের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বাস্তবে দেখা গিয়েছে, যেসব জায়গায় ম্যানগ্রোভ গাছ ছিল সেইসব জায়গায় ক্ষতি কম হয়েছে। এর আগে 'আয়লা' 'ফণী' 'বুলবুল' ঝড় ও ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত এলাকা বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। সবদিক বিবেচনা করে সুন্দরবন-জুড়ে 'ম্যানগ্রোভ রোপণ কর্মসূচি' নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই উদ্দেশ্য কার্যকর করতে সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প ও বনদফতর সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় এমন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বৃক্ষরোপণ : এ বছরের রাজ্যস্তরের বনমহোৎসবের মূল অনুষ্ঠানটি হল গত ১৪ জুলাই হাওড়া জেলার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গাপুর নিশ্চিন্দার সন্নিকটস্থ সি সি আর ঝিলের লাগোয়া অঞ্চলে। উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, স্থানীয় বালি বিধানসভার বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, হুগলি বিধানসভার বিধায়ক প্রবীর কুমার ঘোষাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এবারের বনমহোৎসবের মূল স্লোগান 'একটি গাছ লাগান/সবুজ যোদ্ধা হন।' রাজীববাবু বলেন, আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলা এবারের উৎসবে রাজ্য জুড়ে ৩.৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে। শ্রেষ্ঠ বনসৃজন বন পরিচালনা কমিটিকে রূপসী বাংলা সম্মান প্রদান করা হবে।

করোনায় 'সেফ হাউস'

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃদু উৎসর্গযুক্ত কোভিড রোগীদের জন্য কলকাতা পুরসংস্থা পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরে এই প্রথম 'সেফ হাউস' তৈরি করল। পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই সেফ হাউসে আপাতত ৩০০টি শয্যা রয়েছে। ১৪ জুলাইয়ে এখানে আরও ১০০টি শয্যা যুক্ত করা হল। পুরসংস্থার প্রশাসকমণ্ডলীর সভাপতি ফিরহাদ হাকিম, প্রশাসক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা পুর স্বাস্থ্য দফতরে ভারপ্রাপ্ত অতীন ঘোষ ১৩ জুলাই ১২ তলা বিশিষ্ট ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত আনন্দপুরে ফর্টিস হাসপাতালের পিছনস্থিত এই 'সেফ হাউস'টি পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন ডা. শান্তনু সেন। পুর স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই 'সেফ হাউসে' আপাতত ৪০০টি শয্যা রয়েছে, আগামী দিনে শয্যার সংখ্যা বাড়িয়ে ৮০০ করার লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অঙ্কসহ ছাত্রীদের পাশের হার বৃদ্ধি মাধ্যমিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরীক্ষা শেষের দীর্ঘ ১৩৯ দিনের মাথায় এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ১৫ জুলাই প্রকাশিত হল। অতিমারি নোভেল করোনা ভাইরাসের জেরে ভার্চুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে জানান, এবার রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। পাশের হার ৮৬.৩৪ শতাংশ। যা গতবারের থেকে ০.২৭ শতাংশ বেশি। এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০,০৩,৬৬৬ জন। এর মধ্যে ছাত্রী পরীক্ষার্থী ৫,৬৫,৬৬৮ জন। অর্থাৎ ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ১২.৭২ শতাংশ বেশি। মেধা তালিকায় প্রথম ১০টি স্থানে রয়েছে ৮৪ জনের নাম। যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২০ জন। পাশের হারে তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা মহানগর। তার পাশের হার ৯১.০৭ শতাংশ। ২২ জুলাই সকাল ১০টা থেকে পর্ষদের ৪৯টি কেন্দ্র (ক্যাম্প অফিস) থেকে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট বিদ্যালয় প্রধানের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সে বিষয়ে পর্ষদের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। করোনা আবহের জেরে আগামী ২০২১-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা করে শুরু হবে, সে বিষয়ে পর্ষদ সভাপতি কিছুই জানাননি। তিনি জানান, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন, সে পরিস্থিতি কবে কাটবে?

সে উত্তর তো আগে জানা হোক। তিনি জানান, এবারের পাশের হারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, ছাত্রদের পাশের হার যেখানে ০.১০ শতাংশ কমেছে, সেখানে ছাত্রীদের পাশের হার কিন্তু উল্টে ০.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, রাজ্যে ছাত্রীদের পাশের হার বাড়ছে। অন্যদিকে কলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নর্থ বেঙ্গল রাজ্যে এই চার রিজিয়ন ওয়াইজের বিচারে কলকাতা রিজিয়নে সাতটি বিষয়েই 'এএ' (৯০-১০০) পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক। বাংলায় ১০,৮২৩ জন, ইংরেজি ৭,৭৩০ জন, অঙ্ক ১৬,৪৮৩ জন, ভৌত বিজ্ঞান ৬,৬৬২ জন, জীবনবিজ্ঞান ১০,৩১২ জন, ইতিহাস ৮,০৪৮ জন, ভূগোল ১৪,৬২৬ জন। আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, সাত বিষয়ের মধ্যে অঙ্কে 'এএ' পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবার সর্বাধিক। ৩৮,০২৮ জন এবার অঙ্কে 'এএ' গ্রেড অর্জন করেছে। বাংলায় ২৮,৭৫৮ জন, ইংরেজিতে ১৬,৬৪২ জন, সবচেয়ে কম ভৌতবিজ্ঞানে ১৫,৮৫০ জন, জীবনবিজ্ঞানে ২৫,১০৬ জন, ইতিহাসে ১৯,৪৯০ জন ও ভূগোলে ৩৪,৯১৭ জন। কলকাতা মহানগরে এবার মাধ্যমিকে তালিকাভুক্তের সংখ্যা ২৫,০০৩ জন। পরীক্ষা দিয়েছে ২৪,৯১৪ জন। পাশের হার ৯১.০৭ শতাংশ। ছাত্রদের পাশের হার ৯২.১৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৯২.৪৫ শতাংশ। গতবার ১০০০ ছাত্র পিছু ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিল ১,২১৭ জন আর এবার হয়েছে ১,২৩১ জন। সুতরাং রাজ্যে মাধ্যমিকে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রশ্নোত্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনে গৃহবন্দী পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সংসদের ওয়েবসাইটে ১১ ও ১২ ক্লাসের পড়ুয়াদের জন্য ১৭টি বিষয় থেকে অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নমালা ও তার উত্তর সংযুক্ত করা হয়েছে বলে সংসদ সভাপতি অধ্যাপিকা মহুয়া দাস জানান। এতে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যসূচির প্রতিটি অধ্যায় থেকে কী কী প্রশ্ন হতে পারে তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। wbchse.nic.in এই ওয়েবসাইটে ইংরেজিসহ ১৭টি বিষয়ের প্রশ্ন ও উত্তর মিলবে

গরমে মাস্ক পরায় মৃত্যু

বরুণ মণ্ডল : আষাঢ়ের অত্যধিক গরমে মাস্ক পরে দিনের পর দিন সাইকেল রিক্সা চালানোর কারণেই নিত্য শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যার ফলেই মৃত্যু ঘটলো বেহালার এক রিক্সা চালকের। অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ এই নয়া উদ্ভূত মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বেহালা পূর্বের নেতাজি সড়কে। ঘটনায় প্রকাশ, মৃত সাইকেল রিক্সা চালক এলাকায় বাটুল (৫০) নামেই পরিচিত। তার বাড়ি বেহালা থানা এলাকার ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ভাটিখানায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো ১৩ জুলাই সোমবারও রিক্সা চালিয়েছে বাটুল। কিন্তু ওইদিন সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ বেহালা পূর্বের নেতাজি সড়ক ক্লাবের কাছে রাস্তায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে তার অসুস্থতার ব্যাপারটি আশপাশের দোকানদার কিংবা পথচারীরা কেউই ঘূণাক্ষরে টের পায়নি। নিজের রিক্সার মধ্যেই হঠাৎ ঢলে পড়ে বাটুল। আশপাশের লোকজন খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন রিক্সার পা-দানিতেই বাটুল নামের ওই রিক্সাচালক মাস্ক পরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেহালা থানার পুলিশ। বাটুলের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়। বাটুলের পাড়া-পড়শিদের বক্তব্য, খুব খাটতে পারতো সে, তবে অত্যধিক গরমে তেমনভাবে সে রিক্সা চালাতে পারছিল না। কয়েকদিন আগেই নাকি সে বলেছিল, 'খুবই গরম পড়েছে, পায়ে টানা এই রিক্সা চালানো যাচ্ছে না, মুখে মাস্ক পরলে, খুব গরম লাগে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় দম বন্ধ হয়ে আসে। আরও কষ্ট হয়। কিন্তু মাস্ক না পরলে তো পুলিশ ধরবে, পথে বের হওয়াই বন্ধ করে দেবে, সংসারের খরচাপাতি কোথা থেকে আসবে।' মাস্ক পরা অবস্থায় মৃত বাটুলকে দেখে তারই পাড়াপড়শিদের বক্তব্য, 'করোনা বাটুলদাকে মারলো না, করোনা প্রতিরোধ করতে না গেলে, হয় তো বাটুলদা অকালে চলে যেতো না।' প্রসঙ্গত বর্তমান করোনা আবহে মাস্ক পরা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে মাস্কের ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। হু জানাচ্ছে মাস্ক পরে শরীর চর্চা, প্রাতঃভ্রমণ বা জগিং করলে শরীরে অক্সিজেন কমে গিয়ে উল্টে তা স্বাস্থের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তাই এই সময় মাস্ক না পরাটাই শ্রেয়। খুব ভারী ধরনের কাজ, খুব বেশি দৈহিক পরিশ্রম হয় এমন কাজের সময় মাস্ক পরে থাকলে শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হতে পারে। দেখা দিতে পারে একাধিক আকস্মিক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই খুব বেশি দৈহিক প্রশ্রম হয়, এমন কাজের সময় মাস্ক না পরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে 'হু' থেকে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে জামতলা হাসপাতালের তরফে অন্বেষা কাউন্সিলর সুপর্ণা কন্টের উদ্যোগে জামতলা হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডে ভর্ত্তি থাকা আন্টিনেটাল এবং পোস্ট নেটাল মায়েদের মধ্যে কোভিড-১৯ এর অতিমারীর সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পরামর্শ এবং সচেতন করার কর্মসূচি হয়ে গেল। মায়েদের পুষ্টিকর খাবার, আয়রন ট্যাবলেট, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, স্যানিটারি ন্যাপকিন, সাবান এবং কন্ডোম দেওয়া হয়। সানকিজাহানের একটি কেজি স্কুলের শিক্ষক, আশাকর্মী , পিয়ার

এডুকেটরদের নিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ১৫ জন অংশগ্রহন কারীদের নিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের উপর একটি সচেতনতা শিবির ও করা হয়।এর পরে ভাইরাসের অতিমারীর সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বোঝানো হয়। গর্ভ নিরোধকের ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এবং কন্ডোম , গর্ভ নিরোধক বড়ি দেওয়া।

বিপজ্জনক রাস্তায় পারাপার

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া আলমপুর পাওয়ার সাপ্লাই এর কাছে ভগ্নপ্রায় রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে প্রাণ হাতে করে চলছে যাতায়াত। আলমপুর থেকে 'আন্দুল রোড হয়ে এই শিবপুর হাওড়া গামী রাস্তা দিয়ে লরি , সরকারি ও বেসরকারি বাস ও ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। আলমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থা। চলছে প্রাণ হাতে করে যাতায়াত। সরকারি ভাবে এই রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার না হলে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। সরকারি ভাবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেই নিত্য যাত্রী থেকে পথ চলতি অভিযোগ। এখন দেখার কত তাড়াতাড়ি এই রাস্তা সরকারি ভাবে সংস্কার করে, কত তাড়াতাড়ি এই বিপজ্জনক রাস্তা থেকে মানুষ মুক্তি পায়।

করোনা থেকে শিক্ষা নিয়ে চিকিৎসক হতে চায় স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে এ বছরের মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে সম্ভবত সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীনি হলেন জয়নগর ইন্সটিটিউশন ফর গালর্সের স্বস্তিকা ভট্টাচার্য।জয়নগর মজিলপুর পুরসভার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নং প্রাপক সে। মন্দিরবাজার থানার সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবতলা বাচস্পতি পাড়ায় তাঁর বাড়ি। বাবা কৌশিক ভট্টাচার্যের পারিবারিক জুয়েলার্সের ব্যবসা। মা হৈমন্তী ভট্টাচার্য গৃহবধূ। বাড়িতে দাদু, ঠাকুমা, কাকা, কাকিমা সহ বিশাল পরিবার। এ বছর সে ৬৮০ নং পেয়েছে। প্রাপ্ত নং -বাংলা-৯৭ ,ইংরেজি-৯৩ ,অংক -১০০,ভৌত বিজ্ঞান -৯৯, জীবন বিজ্ঞান -৯৯, ইতিহাস-৯৬ ও ভূগোল -৯৬। করোনা পরিস্থিতে চিকিৎসকের অভাবে মানুষের জীবন চলে যাওয়া দেখে থাকতে পারছে

না স্বস্তিকা। তাই সে ডাক্তার হয়ে মানুষের পাশে থেকে সেবা করতে চায়। সায়েন্স নিয়ে মজিলপুর জেএম ট্রেনিং স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে চায়। অবসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়তে ভালোবাসে। চোখের বালি উপন্যাস তাঁর প্রিয়। এছাড়া ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কুর গোয়েন্দা গল্প পেলে তো কথা নেই তাঁর। তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল সহ স্থানীয় মানুষজন।

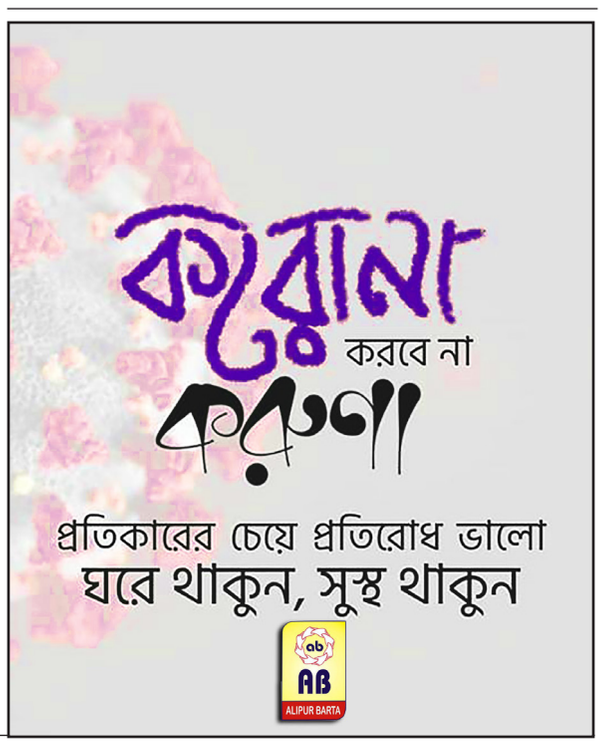

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com